দৈনিক সংবাদ

FEB. 14

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরমের দুর্নীতি তদন্তে কমিটি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ঃ অন্যান্য বারের মতো এবারও অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি ফরম নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০০১-২০০২ সেশনে সর্বমোট ৪১ হাজার ৯শ' ৬১টি ফরম বিক্রি হলেও বিভিন্ন বিভাগে জমার পরিমাণ ৪২ হাজার ছাড়িয়ে ৭শ' ৪৯টিতে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত ৭শ' ৮৮টি ফরম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কিছুই বলতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফরম জালিয়াতি নতুন কিছু নয়। গত ২০০১-২০০২ সেশনেও ১ হাজার ৩শ'টি অতিরিক্ত ফরম জমা পড়ে। এর আগে ১৯৯৯-২০০০ সেশনেও একই ঘটনা ঘটে এবং পুলিশ এ ঘটনায় কুষ্টিয়ার মিলপাড়ায় অবস্থিত লিয়াকত প্রেস থেকে জাল ফরমসহ প্রেসের তিন কর্মচারীকে আটক করে; কিন্তু ওপর মহলের চাপে তারা জামিনে বেরিয়ে আসে এবং ঘটনার শেষ সেখানেই হয়ে যায়।

এসব কিছুর প্রেক্ষাপটে এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আশরাফ আলীকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্থানীয় একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু স্বার্থান্বেষী কর্মচারী ও কর্মকর্তার যোগসাজশেই প্রতিবছর এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই চক্রটিই ২০/২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগে বেশকিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে থাকে। সাধারণত এই দুর্নীতি লোক প্রশাসন, আইন ও ইতিহাস বিভাগে বেশি হয়ে থাকে; কিন্তু ঘটনা এত সূক্ষ্মভাবে হয়ে থাকে যে কাগজ-কলমে তার তেমন কোন জোরালো প্রমাণ থাকে না। ফলে অপরাধীরা থাকে ধরা- ছোঁয়ার বাইরে এবং একই কারণে একই ঘটনা বারবার ঘটছে।

বিষয়টি এবারের তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ড. আশরাফ আলীর গোচরে এনে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'তদন্তের পর জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি বাতিল করা হবে।'